বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষালয়

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল

বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল ও বুয়েটে
ভর্তি **১২৮** জন

২০১৫–২০১৯
জাতীয় শিশু-কিশোর কুচকাওয়াজে
টানা পাঁচ বছর প্রথম

২০১৭–২০২০
পর পর চার বার
ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশসেরা স্কুল

মেডিটেশন ওদের আনন্দ।
সুযোগ পেলেই ওরা
বসে পড়ে ধ্যানে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ২০১৮-র যন্ত্রসঙ্গীত (কী-বোর্ড) চ্যাম্পিয়ন চতুর্থ শ্রেণির কোয়ান্টা অর্কন চাকমা (রাষ্ট্রপতির বাঁয়ে দ্বিতীয়)

জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার টেবিল টেনিস (দ্বৈত)
টানা ছয় বছর চ্যাম্পিয়ন (২০১৭-২০২২)

জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হ্যান্ডবল ইভেন্ট
ছয় বার চ্যাম্পিয়ন (২০১৩-২০১৯)

প্রতিটি শিশুই পারে

প্রতিটি শিশুরই রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই সে বিকশিত হয়। কোয়ান্টাম ওদেরকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস, উদ্যম আর প্রথম হওয়ার অদম্য স্পৃহা।

অবহেলিত, বঞ্চিত পরিবার থেকে আসা এ শিশুদের সাফল্য দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ওদের নিয়ে গেছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও।

তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দ্বাদশ এসএ গেমস (২০১৬)
খো খো-তে রৌপ্য পদকপ্রাপ্ত বাংলাদেশ দল; যে দলের ১২ জনের ৯ জনই
কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের কোয়ান্টা।

ঢাকা ক্লাবে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেলের কাছ থেকে সম্মাননা
নিচ্ছে সিঙ্গাপুর ওপেন জিমন্যাস্টিকস ২০১৯-এ পদকজয়ী একজন কোয়ান্টা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে
মুগ্ধ সবাই

শুরুটা শূন্য থেকে। ১৮ বছর আগে কেউ চিনত না ওদের। অবজ্ঞা আর অবহেলাই ছিল ওদের নিয়তি। সেই শিশুরাই প্রথমবারের মতো ২০১৫ সালে স্বাধীনতা দিবসে ঢাকায় জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে প্যারেড ও ব্যান্ডে বিমোহিত করল হাজার হাজার দর্শককে। মার্চিং ব্যান্ডে মুগ্ধ হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

২০১৫ থেকে ২০১৯—টানা পাঁচ বছর প্যারেড ও ব্যান্ড বাদনে ওরাই প্রথম।

মার্চিং ব্যান্ড, ২০১৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগপ্রাপ্ত কোয়ান্টাদের একাংশ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগপ্রাপ্ত কোয়ান্টাদের একাংশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

কোটা নয় মেধা

পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে কসমো স্কুলের পাশের হার ১০০%। ২০১১ থেকে এইচএসসি উত্তীর্ণ কোয়ান্টারা উচ্চশিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যেতে শুরু করে।

২০২১ পর্যন্ত এদের ১২৮ জন মেধা তালিকায় স্থান নিয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে সরকারি মেডিকেল কলেজ বুয়েট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বুয়েট

শৈক্য চিং মার্মা। বান্দরবানের প্রত্যন্ত এলাকা রুমার এক জুমচাষীর ছেলে। চিকিৎসার অভাবে বড় ভাই ও বড় বোনের মৃত্যুর পর পাঁচ বছরের শৈক্যকে তার বাবা দিয়ে যান এ স্কুলে। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি সম্পন্ন করে ২০১৮ সালে শৈক্য ভর্তি হয় বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

শৈক্য চিং

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০৫ সালে পাঁচ বছরের উসেন ওয়েন ছিল আর দশটি শিশুর মতোই সাধারণ! কসমো স্কুলের সৃজনশীল পরিবেশে তার সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হতে শুরু করে। ডিসপ্লে, হারমোনিয়াম, হাতের লেখা থেকে শুরু করে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি— সবকিছুতেই উসেন সেরা। ২০১৮ সালে উসেন ভর্তি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

উসেন

পাঞ্জাবি ইউনিভার্সিটি, পাতিয়ালা

মিল্টন

বান্দরবান রুমার জুমচাষী মা-বাবার সন্তান মিল্টন বম। ২০০৪ সালে শিশু শ্রেণিতে ভর্তি হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে। স্কুলের খো খো টিমে সে গড়ে ওঠে দক্ষ ও চৌকস খেলোয়াড় হিসেবে। ২০১৬ সালে ভারতে ও ২০১৯ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত সাফ গেমসে বাংলাদেশ জাতীয় খো খো দলের অপরিহার্য খেলোয়াড় ছিল সে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস সায়েন্সে স্নাতক সম্পন্ন করে ভারতের পাঞ্জাবি ইউনিভার্সিটি, পাতিয়ালাতে স্কলারশিপ নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়ছে।

রংপুর মেডিকেল কলেজ

কামরুল ইসলাম। নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত এক পরিবারের শিশু। পাঁচ বছর বয়সে এখানে আসে ও। মেধাবী শিক্ষার্থী, দক্ষ আরচ্যার, পুরস্কার পাওয়া একজন আবৃত্তিকার কামরুল। কলেজে পড়ার সময় 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ' প্রতিযোগিতায় 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী' নির্বাচিত হয়।

কামরুল

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম প্রথম থেকেই আপসহীন। কোয়ান্টাদের জন্যে রয়েছে সুনির্দিষ্ট খাদ্যতালিকা। ভাত খিচুড়ি ডিম ডাল সবজি ছাড়াও সপ্তাহের একাধিক দিন রয়েছে মাছ ও মাংস। আছে আলু বাদাম ছোলা ও হরেক রকম মৌসুমি ফল। আর প্রতিদিন ওরা খায় সয়াদুধ ও বেকারি-খাবার।

কোয়ান্টাদের নিয়মিত পুষ্টির জোগান নিশ্চিত করার জন্যে লেয়ার ও ব্রয়লার ফার্ম, মাছের খামার, ফলের বাগান, সয়াদুধ ফ্যাক্টরি ও বেকারি আছে কোয়ান্টামমে।

ওরা অসুস্থ হয় খুবই কম!

সুষম খাবার ও নিবিড় যত্নের ফলে কোয়ান্টাদের অসুস্থ হওয়ার হার খুবই কম। তবে ২৫০০ শিশুর এই আবাসিক স্কুলে জরুরি যে-কোনো স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্থাপন করা হয়েছে কোয়ান্টাম চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র ‘শাফিয়ান’, যেখানে প্রতি সপ্তাহে হয় নিয়মিত মেডিকেল চেকআপ। অসুস্থকে শাফিয়ানে নিয়ে আসার জন্যে আছে নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স। এ-ছাড়া প্রতিটি আবাসনে আছে কয়েকজন করে সুস্বাস্থ্যায়ন কর্মী—যাদের কাজ হলো প্রতিদিন কোয়ান্টাদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর রাখা।

অসুস্থ বা আহত শিক্ষার্থীকে শাফিয়ানে নিয়ে আসা বা উন্নত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আছে নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স

কোয়ান্টাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যে রয়েছে সাপ্তাহিক মেডিকেল চেকআপের ব্যবস্থা

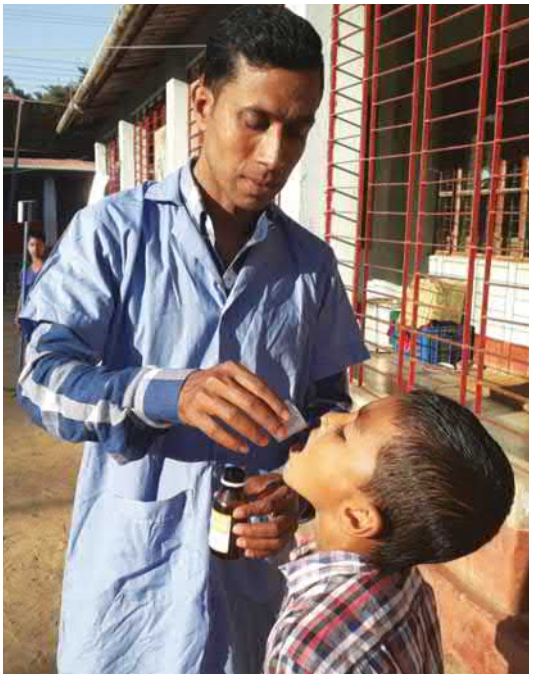

যত্নায়ন

প্রতি ৫ কোয়ান্টা | ১ কর্মী

বছরজুড়ে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের এ ক্যাম্পাসটাই ওদের ঘরবাড়ি। পরিবারে একটি সন্তান যেভাবে লালিত হয়, যে মমতা-যত্ন পায়, এ শিক্ষার্থীদের জন্যে কোয়ান্টামের প্রয়াস তার কম নয়, বরং বেশিই!

খাবার পরিবেশন থেকে শুরু করে গোসল করানো, চুল-নখ কাটা, কাপড় পরানো, কাপড় ধোয়া—এক বিশাল কর্মীদল নিবেদিত এসব যত্নায়ন কার্যক্রমে। গড়ে প্রতি পাঁচ কোয়ান্টার জন্যে কর্মী আছে একজন!

হিকমান ক্যাম্পাসের আবাসনের সাথে লাগোয়া গোসলখানায় একসাথে ১৬০ জন গোসল করতে পারে

আবাসিক ক্যাম্পাস

বিভিন্ন বয়সের আড়াই সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর জন্যে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে এখন রয়েছে মোট ছয়টি আবাসিক ক্যাম্পাস। প্রাইমারি, হাইস্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে রয়েছে আলাদা আবাসন। ক্লাস, একাডেমিক ভবন, স্পোর্টস ভবন ছাড়াও আছে নেয়ামাতান, রান্নাঘর, ভাণ্ডারান, লিবাসান।

রিভিশন ক্লাসে সার্বক্ষণিক শিক্ষক থাকেন ক্লাসের পড়া তৈরিতে সাহায্য করার জন্যে

নতুন ক্যাম্পাসের নেয়ামাতানে এক হাজার শিক্ষার্থী একসঙ্গে খাবার গ্রহণ করতে পারে

বাস্কেটবল বালিকা ইভেন্টে
প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন কোয়ান্টারা

৫০ তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২২

ভলিবল বালিকা ইভেন্টে কোয়ান্টারা
টানা দ্বিতীয় বার চ্যাম্পিয়ন

কোয়ান্টাম শিশুসদন

বঞ্চিত জনপদের কন্যাশিশুদের নানারকম দুর্দশা-অসহায়ত্বই নিয়তি। ফাউন্ডেশন ২০০৪ সালে এই মেয়েশিশুদের জন্যে গড়ে তুলেছে কোয়ান্টাম শিশুসদন। এখন ৩৯৮ জন মেয়েশিশু আছে এখানে, যারা বেড়ে উঠেছে আমাদেরই সন্তান হয়ে।

পড়াশোনার পাশাপাশি
ওরা গড়ে উঠছে আধুনিক
প্রযুক্তিতে সুদক্ষ হয়ে

২০২১ সালে পিইসি, জেএসসি ও এসএসসিতে এ প্লাস পাওয়া মেয়ে কোয়ান্টাদের একাংশ

২০০১

২০০৪

শূন্য থেকে পূর্ণতার পথে...

(ছবি) কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের নতুন ক্যাম্পাস। প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীর পড়াশোনা ও আবাসনসহ সার্বিক বিকাশের সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এখানে। প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে পাহাড়ের ধাপে ধাপে এই ক্যাম্পাস নির্মিত হয়েছে। এ ক্যাম্পাসের পরিকল্পনা, অর্থায়ন, ব্যবস্থাপনা—সবকিছু সম্ভব হয়েছে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক দান, শ্রম ও মমতায়।

প্রথম ৭ শিশুর ৬ জন

ভর্তি প্রক্রিয়া

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল একটি দাতব্য শিক্ষালয়। শুধু সুবিধাবঞ্চিত শিশুরাই এখানে ভর্তি হতে পারে। অবহেলিত বিভিন্ন জনপদ থেকে প্রতি বছর আড়াই শতাধিক নতুন শিক্ষার্থীকে নেয়া হয় এ আবাসিক স্কুলে। সারাদেশের দুস্থ, বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে যাতে শিশুরা এখানে আসতে পারে, সেজন্যে বছরজুড়েই চলে এ স্কুলের ভর্তি কার্যক্রম।

৭ জন থেকে ২৫০০!

বান্দরবান লামার সরই ইউনিয়নের এক দুর্গম এলাকায় মাত্র ৭টি শিশুকে নিয়ে ২০০১ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের যাত্রা শুরু হয় বাঁশের বেড়া আর টিনের চালের ঘরে। এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫০০। বাঙালি-পাহাড়ি মিলিয়ে ২২ জাতিগোষ্ঠীর ২৫ শতাধিক শিশু-কিশোরের থাকা খাওয়া পড়াশোনা ও চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয় এখানেই, কোয়ান্টামের নিজস্ব অর্থায়নে। স্কুলের প্রথমদিন থেকে ক্যারিয়ারের প্রথমদিন পর্যন্ত দুস্থ এই শিশুদের সমস্ত দায়িত্বই নিয়েছে কোয়ান্টাম।

২০২১

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল

সব ধর্মের সব মানুষের

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত চার প্রধান ধর্মের মর্মবাণী নিয়ে কণিকা

নিজ ধর্মানুসারে প্রতিটি শিক্ষার্থী পায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা। পায় নিজ নিজ ধর্মচর্চার পূর্ণ সুযোগ।

মেয়েশিশু

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল বাংলাদেশের একমাত্র স্কুল— যেখানে বাঙালিসহ ২২ জাতিগোষ্ঠীর ২৫০০ শিশু একসাথে বেড়ে উঠছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চার পুরো সুযোগ নিয়ে।

ছেলেশিশু

কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে যে-কেউ নিজের মেধা বিকাশের সুযোগ পেলে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে অবদান রাখতে পারে। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল থেকে পড়ালেখা করে স্বাবলম্বী হয়ে এই শিশুরাই নিজ পাড়া-গ্রামকে বদলে দিচ্ছে।

ভালো ছাত্র ভালো মানুষ | ক্লাসে প্রথম জীবনে প্রথম

ভালো ছাত্র হওয়ার পাশাপাশি ভালো মানুষ হওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শুদ্ধাচারী নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে স্কুলের শ্রেণিভেদে রয়েছে বৈচিত্র্যময় কার্যক্রম।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদের সাথে 'আমরা পারি বিজ্ঞান'-এর কোয়ান্টারা

প্রযুক্তিদক্ষ

দক্ষ ও জ্ঞানী জনশক্তি হিসেবে কোয়ান্টাদের গড়ে তুলতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান গবেষণা এবং বই পড়া কার্যক্রমের বিস্তৃত আয়োজন রয়েছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে। প্রত্যন্ত জনপদের স্কুল হলেও এখানে আছে একাধিক কম্পিউটার ও সায়েন্স ল্যাব। 'আমরা পারি বিজ্ঞান/ গণিত/ প্রোগ্রামিং'-সহ 'লাইফ সায়েন্স'-এর নানা কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা মেধাকে বিকশিত করার সুযোগ পাচ্ছে।

লাইফ সায়েন্স ক্লাবে পাতার সংগ্রহশালা তৈরিতে মগ্ন শিক্ষার্থীরা

কারিগরি শিক্ষার জন্যে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত ল্যাব ও সুদক্ষ প্রশিক্ষক। ২০২০ সালে প্রথম তিনটি ভোকেশনাল ট্রেডে এ স্কুলের কারিগরি শিক্ষার্থীরা এসএসসিতে অংশ নেয়। ৩৫ জন এ প্লাস এবং ৪৮ জন এ গ্রেড পায়। উত্তীর্ণদের ৪২ জন ভর্তির সুযোগ পেয়েছে সারাদেশের সরকারি পলিটেকনিকগুলোতে।

কারিগরি শিক্ষা ॥ গড়ে উঠছে দক্ষ প্রজন্ম

২৭টিরও বেশি মেধাসৃজন কার্যক্রম

মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে লেখাপড়ার পাশাপাশি মেধাসৃজন নামের সহপাঠ কার্যক্রমে শতভাগ শিক্ষার্থীই অংশ নিয়ে থাকে। এতে আছে ২৭টিরও বেশি ইভেন্ট।

২০১৭—২০২০
পর পর চার বার

ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশসেরা

ক্রীড়ানৈপুণ্যে টানা তৃতীয়বার ‘দেশসেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২০১৯’-এর সম্মাননা গ্রহণ

খেলার মাঠের অভাবে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিশু-কিশোরদের একসময় রাস্তায় প্র্যাকটিস করতে হয়েছে, খুঁজতে হয়েছে অল্প জায়গা লাগে এমন খেলা, সে প্রতিষ্ঠানটিই ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০—পর পর চার বছর ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশসেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মনোনীত হয়েছে।
জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্কুলভিত্তিক যে-কোনো আসরে ‘কোয়ান্টাম কসমো স্কুল’ মানেই চমকপ্রদ অর্জন!

১৬ তম সিঙ্গাপুর ওপেন জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯। বাংলাদেশ দলের ৯ জনের মধ্যে ৬ জনই ছিল কোয়ান্টা। বাংলাদেশের অর্জিত ২৫টি পদকের ২১টিই পেয়েছে কোয়ান্টারা। এর ৯টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য ও ৭টি ব্রোঞ্জপদক।

বঙ্গবন্ধু ৫ম সেন্ট্রাল সাউথ এশিয়ান আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২১। বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ফ্লোর এক্সারসাইজে রৌপ্য ও ভোল্টিং টেবিলে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে কোয়ান্টা রাজীব চাকমা।

কোয়ান্টাদের জিমন্যাস্টিকস অনুশীলনের জন্যে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের আছে আন্তর্জাতিক মানের জিমনেসিয়াম

শিশুদের পরিবর্তন দেখে আপ্লুত অভিভাবকরা

ছবি : অভিভাবক একাত্মায়ন প্রোগ্রাম

সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুরাই আসে এ স্কুলে। কারো বাবা নেই। কারো মা নেই। কারো মা-বাবা কেউই নেই। যে জনপদ থেকে ওরা এসেছে, তা সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত। জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাও সে-সব স্থানে নেই।

বার্ষিক অভিভাবক পুনর্মিলনীতে পরিজনেরা যখন আসেন ওদের নিতে, তখন নিজেদের মেধাবী, চৌকস ও পরিশীলিত সন্তানদের দেখে তারা মুগ্ধ হন। সন্তানের মেডেল গলায় পরে বা ট্রফি হাতে নিয়ে আবেগাপ্লুত হন। রত্নগর্ভা মা আর গর্বিত অভিভাবকদের সংবর্ধনাও দেয় কোয়ান্টাম। 'অভিভাবক একাত্মায়ন' কার্যক্রমের উদ্দেশ্যই হলো—কোয়ান্টামের ইতিবাচকতায় অভিভাবকদেরও উজ্জীবিত করা।

প্রথম ব্যাচের তিন ছাত্রের একজন থংইয়া। তথ্যপ্রযুক্তিতে স্নাতক সম্পন্ন করা থংইয়া এসেছিল বান্দরবান লামার এক সাধারণ মুরং পরিবার থেকে।

(বামে) ২০১৮ সালে রংপুর মেডিকেল কলেজে (ডেন্টাল ইউনিট); শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, হবিগঞ্জ ও জামালপুর মেডিকেল কলেজে সুযোগ পাওয়া কোয়ান্টাম কসমো কলেজের তিন শিক্ষার্থী।

২০১৯ সালে রাঙামাটি, মাগুরা ও চাঁদপুর মেডিকেলে সুযোগ পাওয়া তিন কোয়ান্টা।

দেশবরেণ্য গুণীজনের সান্নিধ্যে

দেশের নানা অঙ্গনের কৃতী ও সফল মানুষেরা বিভিন্ন সময়ে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল পরিদর্শন করেছেন। দেশবরেণ্য জাতীয় ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্য কোয়ান্টাদের করেছে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ। তাদের দোয়া ও শুভাশীষ নিয়ে স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টারা

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

জাতীয় অধ্যাপক
ব্রিগে. (অব.) ডা. আব্দুল মালিক

বিজ্ঞানী ড. এম শমশের আলী

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী

চিকিৎসাবিদ ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ

ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম

কবি ও কথাসাহিত্যিক
সৈয়দ শামসুল হক
এবং
মনোচিকিৎসাবিদ
ও লেখিকা
আনোয়ারা সৈয়দ হক

আপনিও এগিয়ে আসুন

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের লক্ষাধিক সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম।

আপনিও শামিল হতে পারেন এ উদ্যোগে। একক বা যৌথভাবে অন্তত একটি শিশুর আত্মিক অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিতে পারেন। সঙ্ঘবদ্ধ দানের কল্যাণে যা হয়ে উঠতে পারে হাজারো বঞ্চিতকে আলোকিত মানবসম্পদে পরিণত করার মতোই পুণ্যের, বরকতের।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

কোয়ান্টামম ॥ সরই, লামা, বান্দরবান

০১৩১৩-৪৮৬৫৩০, ০১৩১৩-৪৮৬৫৩১

quantummethod.org.bd

শুভেচ্ছা মূল্য

৫০ টাকা